দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 8 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

দনিয়া বর্ণমালা কলেজ

২১ শিক্ষক প্রভাষকের চাকরি খতম মৌখিক হুকুমে!

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দলীয়করণের জন্য গত মাসে রাজধানীর আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যথাযথভাবে

(২ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

২১ শিক্ষক প্রভাষকের

(প্রথম পাতার পর)

নিয়োগপ্রাপ্ত ২১ প্রভাষক, শিক্ষক, পাঠাগারিক ও কর্মচারীকে মৌখিকভাবে তাঁদের চাকরি আর নেই জানিয়ে বের করে দেয়া হয়েছে। গত নবেম্বর থেকে তাঁদের বেতনও দেয়া হচ্ছে না। ডেমরার দনিয়ায় "বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে"-এ ঘটনাটি ঘটেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ, স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের এ ঘটনাটি শিক্ষা অধিদফতরসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়েও কোন সুবিচার মিলছে না। কীর্তিটি পরিচালনা কমিটির প্রধান সরকারদলীয় এমপির নির্দেশে ঘটেছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন। উল্লেখ্য, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজধানীর ডেমরা এলাকার বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীরা দলীয়করণের শিকার হচ্ছেন। পদাধিকারবলে এমপি পরিচালনা কমিটির প্রধান হওয়ার পর থেকে দলীয়করণের নির্লজ্জ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হলেও সরকার তা বন্ধ করার জন্য কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। বরং একের পর এক প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির অভিযোগে শিক্ষক ও কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে। ডেমরার দনিয়ায় বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির শিক্ষক-কর্মচারীদের মৌখিকভাবে চাকরিচ্যুতি অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার আরেকটি দৃষ্টান্ত।

১৯৯৫ সালে হাই স্কুল থেকে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করার পর প্রতিষ্ঠানটিকে যাঁরা অপরিসীম ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁরাই এ অনিয়মের শিকার হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ বিগত সরকারের আমলে নিয়োগ পেয়েছিলেন বলে তাঁদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। অথচ প্রতিটি শিক্ষকই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে নিজ মেধাবলে চাকরির জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয়ে মনোনয়ন পেয়েছেন। গত মাসের পয়লা তারিখ ক্লাস নেয়ার পর ১৩ প্রভাষক, ৬ সহকারী স্কুল শিক্ষক, ১ পাঠাগারিক ও ১ প্রদর্শককে স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে ভয়ভীতি দেখিয়ে ঢুকতেও দেয়া হচ্ছে না।

কলেজ শাখার যে প্রভাষকদের মৌখিকভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তাঁরা স্কুল থেকে কলেজে উন্নীত করার পর প্রতিষ্ঠানটির জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুধু ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করাই নয়, বিনা পারিশ্রমিকে ভাল ফলের জন্য কোচিং পর্যন্ত দিয়েছেন। যখন প্রতিষ্ঠানটি একটি সম্মানজনক পরিচিতি লাভ করে তখনই রাজনীতির নোংরা খেলা শুরু হয়ে যায়। পরিচালনা কমিটির সভাপতির ইঙ্গিতে প্রতিষ্ঠানের কয়েক শিক্ষককে নিয়ে বর্তমান সরকার আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

জানা গেছে, ২০০২ সালে কলেজ শাখাটির সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার কাগজপত্র এমপিওভুক্ত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সকল শিক্ষকের কাগজপত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিলে অজ্ঞাত কারণে সভাপতি মাত্র ৪ জনের কাগজ মন্ত্রণালয়ে পাঠান। বাকিদের আশ্বাস দেয়া হয় যে, পর্যায়ক্রমে তাঁদের কাগজ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। তারপর অধ্যক্ষ পদে দলীয় এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়ার পর ৩৭ শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মচারীর এক তালিকা তৈরি করা হয় এবং তাঁদের স্বেচ্ছায় পদত্যাগের জন্য চাপ দেয়া হয়। এতে মাত্র দু'জন শিক্ষক স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। কিন্তু বাকিরা পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানান। গত নবেম্বর থেকে তাঁদের বেতন ও ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়। গত মাসে পবিত্র ঈদ-উল-আযহার প্রাক্কালে বেতন-ভাতা দেয়ার বদলে মৌখিকভাবে চাকরিচ্যুতির ঘোষণা দেয়া হয়। লিখিতভাবে চাকরিচ্যুতি চাইলে তা প্রদানেও অস্বীকার করে কলেজ অধ্যক্ষ। কেউ যদি আইনের আশ্রয় নেয় তা হলে তাদের জীবননাশের হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতো ঘটনা ইতোপূর্বে ঘটেছে ডেমরার দনিয়া কলেজ, শেখদী আবদুল্লাহ মোল্লা উচ্চ বিদ্যালয়, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুলসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে।